প্রথম আলো

তারিখ 15 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

স্কুল খোলা থাকলেও শিক্ষার্থী কম

প্রণব বল, চট্টগ্রাম ●

২০-দলীয় জোটের টানা অবরোধ ও হরতালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার নির্দেশনা থাকলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম হওয়ায় অনেক বিদ্যালয় কার্যত বন্ধ রয়েছে। কম উপস্থিতি নিয়ে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান চললেও তা স্বল্প সময়ের জন্য। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের সিলেবাস শেষ করা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সপ্তাহ দুয়েক আগে জেলা প্রশাসন থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশ প্রশাসনও বিদ্যালয় খোলা রাখা হলে নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। এর পর থেকে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার নোটিশ টানিয়ে দিলেও আতঙ্কে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিত হচ্ছে না। এ অবস্থায় পুরোদমে পাঠদান করা যাচ্ছে না।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ৮ মার্চ থেকে খোলা রাখা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অর্ধেকেরও কমে নেমে আসে। গত বুধবার স্কুলটির প্রাতঃশাখায় উপস্থিতি ছিল ৫২৮ জন। মোট শিক্ষার্থী ১ হাজার ১০০ জন। দিবা শাখায় মঙ্গলবার ১ হাজার ৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪৭ জন উপস্থিত ছিল।

নাসিরাবাদ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উপস্থিতি একেবারেই কম হচ্ছে। প্রতি শ্রেণিতে ৬০ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক সেলিনা আক্তার বলেন, 'শিক্ষার্থী আসছে না। কোনো শ্রেণিতে ২০ জন কিংবা তারও কম হচ্ছে। এ অবস্থায় কীভাবে সিলেবাস শেষ করব বুঝতে পারছি না। তিন মাস চলে যাচ্ছে।'

সরেজমিনে দেখা গেছে, ছালেহ জহুর সিটি করপোরেশন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাতঃশাখায় বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থী উপস্থিতি কম ছিল। স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৫১ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ জন, অষ্টম শ্রেণিতে ৮২ জনের মধ্যে ৪৯ জন উপস্থিত ছিল। স্বাভাবিক সময়ে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ৯৫ শতাংশ থাকে বলে জানান শিক্ষক কামরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা খোলা রেখেছি। কিন্তু ছাত্ররা আসছে কম। অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে।'

এদিকে গত মঙ্গলবার খুলশী রেডিয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে পরপর দুটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিদ্যালয় থেকে অভিভাবকদের ফোন করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এর পর থেকেই বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। তবে পুলিশ দাবি করেছে, ওই দুটি বিস্ফোরণের শব্দ পটকা থেকে হয়েছে। ককটেল বিস্ফোরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

জানতে চাইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) মোহাম্মদ দৌলতুজ্জামান খান বলেন, 'বাচ্চাদের লেখাপড়ার খুবই ক্ষতি হচ্ছে। আমরা অধিকাংশ স্কুল খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছি। তবে কিছু কিছু স্কুলে ককটেল পাওয়া গেছে। সে কারণে ভয় পাচ্ছে অনেকে। তবে যত দিন যাবে সব স্কুল চালু হয়ে যাবে। উপস্থিতিও বাড়বে।'

একই কারণে শিশুদের স্কুলগুলো খোলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। ফলকি তাদের ওপরের শ্রেণিগুলো সীমিত আকারে চালু করার সিদ্ধান্ত নিলেও শিশুশ্রেণিগুলো বন্ধ রেখেছে। ছুটির দিনে এসব স্কুল খোলা থাকছে। অভিভাবকেরাও শিশুদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন।